R N. No. 2532/57 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ৭ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৮৭ সাল
২৪শে সেপটেম্বর ১৯৮০ সাল।
নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

ফরাক্কা ব্যারেজে অনেক কাজ বেড়েছে নতুন অফিস খুলছে
৪টি ডিভিসন অফিসের মধ্যে একটি এখানে খোলার দাবি

বিশেষ প্রতিনিধি : ফরাক্কা ব্যারেজের কাজ অনেক বেড়ে যাওয়ায় এবং অনেক নতুন কাজ আসায় কেন্দ্রীয় সেচ দফতর ফরাক্কা ব্যারেজের চারটি নতুন ডিভিসন অফিস খোলার অনুমতি দিয়েছেন। রায়গঞ্জ, মালদা ও খেজুরিয়ায় চারটির মধ্যে তিনটি অফিস খোলার জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। আর একটি কোথায় খোলা হবে তার স্থান এখনও নির্বাচিত হয়নি। তবে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছেন আর একটি ডিভিসন অফিস এই মহকুমায় বিশেষ করে রঘুনাথগঞ্জে খোলা উচিত। কারণ, নতন কাজের মধ্যে ফরাক্কা ব্যারেজের সবচেয়ে বড কাজ চলছে বন্যা প্রতিরোধের। রঘুনাথগঞ্জ থেকে লালগোলার ময়া পর্যন্ত প্রায় ১৩ কিলোমিটারে কয়েক কোটি টাকার ওই কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। পরে এই কাজ লালগোলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। সেই কারণে একটি ডিভিসন অফিস রঘুনাথগঞ্জে খোলা বাঞ্ছনীয়। এখানে অফিস খোলার কোন অসুবিধা নাই। রঘুনাথগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে একটি কলোনী আছে ফরাক্কা ব্যারেজের, যার নাম রঘুনাথগঞ্জ ট্রানজিট কলোনী। এই কলোনীতে ইতিপূর্বে একই সাথে দুটি ডিভিসন অফিস চালু ছিল ফরাক্কা ব্যারেজের—ফিডার ক্যানেল ডিভিসন ও জে বি ডিভিসন। পরবর্তীকালে ফিডার ক্যানেল ডিভিসন ফরাক্কায় ও জে বি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

টেলিফোন একসচেনজে ও-টি বন্ধ
প্রয়োজনে অফিসও : সারকুলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : টেলিফোন একসচেনজে এখন থেকে ওভারটাইম বন্ধ। প্রয়োজনে অফিস বন্ধ করে দিন। কেন্দ্রীয় সরকার আগষ্ট মাসের শেষের দিকে এই মর্মে এক সারকুলার জারি করেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষে এই সারকুলার কার্যকর হয়েছে। ফলে টেলিফোন একসচেনজগুলিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন পর্যন্ত যেটুকু খবর এসেছে, তাতে জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গের মেমারি, কাটোয়া, তমলুক, কান্দী প্রভৃতি জায়গায় টেলিফোন একসচেনজগুলি মাঝে মধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অন্যান্য জায়গার মত এখানেও মাত্র তিরিশ শতাংশ অপারেটিং ষ্টাফ নিয়ে কাজ চলে। এতদিন ওভারটাইম দিয়ে কর্মচারীর অভাব পূরণ করা হত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ওভারটাইম দিয়ে কর্মচারী না রাখার সিদ্ধান্তে এখন থেকে ওই

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধুলিয়ানে সমস্ত বাস ঢোকান : পুরপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাম্প্রতিক বন্যায় ধুলিয়ান জলমগ্ন হয়ে পড়লে শহরের ভেতর সমস্ত বাস ঢোকা বন্ধ হয়ে যায়। এখন জল নেমে গেছে। রাস্তা মেরামতির কাজও দ্রুতগতিতে চলেছে। ইতিমধ্যে গোড্ডা-ধুলিয়ান ও পাকুড় —নিমতিতা ভায়া ধুলিয়ানের বাস দুটি শহরের ভেতরে বাসষ্ট্যাণ্ড পর্যন্ত যাচ্ছে। মালবাহী লরি ও সরকারী-বেসরকারী জিপগুলিও ঢুকছে। ঢুকছে না শুধু ফরাক্কা—বহরমপুর রুটের বাসগুলি। ফলে শহরের নাগরিক ও যাত্রী-সাধারণের অর্থব্যয় ও হয়রানির একশেষ। পুরপতি সুধীর সাহা যাত্রীদের অপচয় ও কষ্টের কথা বিবেচনা করে বহরমপুর—ফরাক্কা রুটের সমস্ত বাস ধুলিয়ান শহরে যথারীতি ঢোকাবার ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন জানিয়ে ২২ সেপটেম্বর জেলা শাসক, আর টি এ এবং মোটর ভেহিকলস্ ইউনিয়নগুলির কাছে তারবার্তা পাঠিয়েছেন।

ত্রাণসামগ্রী লুঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতি থানার মহেশাইল গ্রাম পঞ্চায়েতের ধল্লা গ্রামের কাছে ১১ সেপটেম্বর এক নৌকো ত্রাণসামগ্রী লুঠের চেষ্টা চালানো হয়। এক সাক্ষাৎকারে এ খবর দিয়ে পুলিশ সুপার সুলতান সিং জানান, ত্রাণ-সামগ্রী নিয়ে উত্তেজনা আগে থেকেই ছিল। ঘটনার দিন পঞ্চায়েত প্রধান ওমর খৈয়াম (৪২ ই) বিডিও অফিস

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জল আবার বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : মহকুমায় দু'বার বিধ্বংসী বন্যার ভয়ঙ্কর তাণ্ডবের পর এখন আবার গঙ্গার জল বাড়ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক তৃতীয় দফায় বন্যার আক্রমণ সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সতর্কবার্তায় তিনি বলেছেন, কেউ যেন ত্রাণশিবির ছেড়ে গ্রামে ফিরে না যান। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বিডিও আমাদের সংবাদ-দাতাকে জানিয়েছেন, গঙ্গার জল বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে। আগামী দু'তিন দিনে জল আরো বাড়বে।

পুরসভায় কর্মযজ্ঞ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরে ৩,৫৬,৫০০ টাকা ব্যয়ে জঙ্গিপুর পুরসভায় ৪০টি প্রকল্প রূপায়িত হতে চলেছে। এর মধ্যে আছে ৬০ হাজার টাকা করে সবচেয়ে বড় দুটো কাজ—মহকুমা হাসপাতাল থেকে ডাকবাংলো ও গাড়ীঘাট থেকে জয়রামপুর পর্যন্ত দুটো রাস্তা সংস্কারের কাজ। এ ছাড়াও আছে ৮০ হাজার টাকার মুক্তমঞ্চ প্রকল্প এবং ১·১৭ কোটি টাকার পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প। ফুলতলায় বাসষ্ট্যাণ্ড তৈরীর জন্য ২,৪০,৬৫৩ টাকার একটি প্রকল্প সরকারী ব্যয়-বরাদ্দ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিড়ি গুদামে আগুন

ধুলিয়ান, ২২ সেপটেম্বর—২০ সেপটেম্বর বঙ্গ আজাদ বিড়ি কোম্পানীর গুদামে একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সি জে প্যাটেল কোম্পানীর খাঁচা, লেবেল, জাল ইত্যাদি ভস্মীভূত হয়। পরদিন এফ সি আই এর পাটের গুদামের পাশে সাবান কারখানার একটি ঘরে আগুন লাগে। ছড়াবার আগেই আগুন আয়ত্তে আনা হয়। শহরে ফি দিন অগ্নিকাণ্ড ঘটতে থাকায় শহরের নাগরিকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সিনেমা : অচলাবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা : কর্মচারী ধর্মঘট ও মালিক পক্ষের লক-আউট ঘোষণার ফলে সিনেমা হলগুলিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ১১ সেপটেম্বর থেকে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। বেতন বৃদ্ধি এবং বন্ধ হল খোলার দাবিতে ওই দিন থেকে বি এফ এম পি এর ডাকে সিনেমা হলের কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করেন। পরদিন থেকে হল মালিকরা প্রমোদকর হ্রাস ও প্রবেশমূল্য বৃদ্ধির

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৮৭ সাল।

মূল্যের আগুন

জিনিসপত্রের দাম রোজই বাড়িয়া চলিয়াছে। বাড়িয়া চলিয়াছে দুরন্ত গতিতে। রকেটকেও হার মানাইয়া দিবে কি না কে জানে? হাট বাজার যেন দৌড়ঝাঁপের ময়দান—জিনিসপত্রের মূল্য সেখানে বাড়িয়া চলিয়াছে—লঙজাম্ফ, হাইজাম্ফ এর মত। ক্রেতা সাধারণ সেখানে অবাক বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্র। তাহাদের সাধ্যের সীমানা ছাড়াইয়া ভোগ্য পণ্য চলিয়া যাইতেছে তাহাদের নাগালের বাহিরে, চলিয়া যাইতেছে গোপন প্রকোষ্ঠে। গতিবেগ সম্পন্ন এমন দ্রব্যমূল্যের ধারে পিঠে সীমিত সাধ্যের মানুষের পৌঁছানো নিতান্তই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। পণ্যে আগুন লাগিয়াছে। না, পণ্যের মূল্যে আগুন লাগিয়াছে। আগুন লাগিয়াছে বাজারে, হাটে। আর আগুন লাগিয়াছে সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ছাপোষা গৃহস্থের সংসারে। শুনিয়া আসিয়াছি—দাহ্য পদার্থেই আগুন লাগে। তবে কি তেল, আলু, চিনি—সবই দাহ্য পদার্থ! যদি নয়, তবে কেন ইহাদের মূল্যে আগুন লাগিয়াছে? আগুন না ধরাইয়া দিলে কি আগুন লাগে? দাবানল, বাড়বানলের কথা জানি। ঘর্ষণে তাহা জ্বলিয়া উঠে।

কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রেও কি তাহা সত্য? কে উত্তর দিবে আমাদের। আগুন লাগিলে দমকল আসে আগুন নিভাইবার জন্য। কিন্তু প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যে যে নভঃস্পর্শী আগুন তাহা নিভাইবার কি কোনই ব্যবস্থা নাই? আলুর সঙ্গে সঙ্গে চিনির। চিনির সঙ্গে অন্য পণ্যের। আবার মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের গোপন অন্তর্ধান। তাজ্জব ব্যাপার! সত্যই বিচিত্র দেশ। বিচিত্রতম হইল তাহার মানুষ। বিচিত্রতম তাহাদের মূল্য বৃদ্ধির প্রয়াস আর মানুষের সহনশীলতা। তবে সহনশীলতা কি স্পঞ্জ? টানিলে বাড়িতে পারে—বেশী টানাটানি করিলে টিকিবে কি? মূল্যের আগুনে মানুষের পঞ্জর পুড়িয়া যাইতেছে। সম্প্রতি স্থানীয় বাজারে রসসিক্ত দেহ লইয়া চিনি আপন দেহের মূল্য বাড়াইতে বাড়াইতে প্রায় অন্তর্ধান হইয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে। হায় চিনি! তাহাকে আর চিনিবার কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। চড়া দাম দিয়াও যদি কোন সুধন্য সন্তান (!) পাইতে চাহেন তবুও তাহার দেখা পাওয়া ভার হইয়া পড়িয়াছে। পূজা আসিতে আসিতে কে জানে সে অধরা হইয়া যাইবে কিনা—তাহা চিনিই বলিতে পারে—কিন্তু সবাই বলিবে—চিনি আজ চর্য্যার মায়া হরিণী।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পুলিশের গুলি প্রসঙ্গে

১৭ ভাদ্র তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানিতে পারিলাম যে, 'নয়নসুখের একজন গোয়ালা জোর করে ফরেষ্টের মধ্যে গরু ছেড়ে দেয়, ফরেষ্টের পাহারাদার ও ক্যাম্পের পুলিশ গোয়ালাদের গরু মহিষগুলি বের করে নিতে বললে এক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। ফলে পুলিশের গুলিতে নয়নসুখ নিবাসী নীরেন ঘোষ নামে এক যুবক মারা যায়।' পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী আপনারা এই সংবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এটা পুলিশের নিজেকে বাঁচানোর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘটনার প্রকাশ, ফরাক্কা ও সামসেরগঞ্জ থানা বন্যাপ্লাবিত, কোথাও উঁচু জায়গা না থাকায় জাতীয় সড়ক ও ক্যানেলের ধারে গরুগুলি নিয়ে যায়। ৩ সেপ্টেম্বর কয়েকজন রাখাল ক্যানেল সংলগ্ন জাতীয় সড়কের ধারে গরু চরাইতেছিল। এমন সময় ৪-৫টি গরু ক্ষুধার জ্বালায় বন বিভাগের মধ্যে প্রবেশ করে। উক্ত নীরেন ঘোষ গরুগুলিকে আনিবার জন্য যায়। তখন ফরেষ্ট রক্ষক এন ভি এফরা গরুগুলিকে ধরে ও খোঁয়াড়ে দিবার জন্য জাতীয় সড়কের দিকে আসে। উক্ত নীরেন ঘোষ গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করে ও বন্যার দুর্দশার কথা বলে। তাহারা তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া জোহর আলী খান নামে একজন এন ভি এফ (যার নম্বর ৬৮৭৪৬) গরু পিছু ছাড় স্বরূপ এক টাকা করে দাবি করে। কিন্তু তার জঘন্য প্রস্তাবে রাখালটি সম্মত না হওয়ায় বচসা চলিতে থাকে। তখন উত্তেজিত হইয়া সৈয়দ হান্নান আলী ডি এ পি এম এস ডি (যার নম্বর ৪৮১৯) সরাসরি তার বুকে গুলি করে। তৎক্ষণাৎ নীরেন ঘোষ মারা যায়। এই সত্য ঘটনাকে চাপা দিবার জন্য ফরাক্কা পুলিশ নানা রকম ষড়যন্ত্র পাকাইতেছে। যাদবরা যাহাতে কোন আন্দোলনে নামিতে না পারে তাহার জন্য ব্যাপকভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিতেছে। —ষষ্ঠীচরণ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক, ফরাক্কা-সামসেরগঞ্জ থানা যাদব সভা।

কবিতীর্থে একদিন

বরুণ রায়

রামকিঙ্কর-শিষ্য শিল্পীবন্ধু সৌম্যেন অধিকারী ভরসা দিয়েছিলেন তাঁর কাছে গেলে রামকিঙ্করের আঁকা একটি ছবি আমাকে উপহার দিবেন। বিশ্বকর্মা পূজোর দিন বিকালে তাই শান্তিনিকেতন রওনা হলাম একদিন সময় হাতে নিয়ে। তখনও জানা ছিল না কবিতীর্থে কিছু পরম প্রাপ্তি ঘটে যেতে পারে।

রাত্রি পৌনে আটটায় বোলপুর পৌঁছালাম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। একটা রিকশা নিয়ে সোজা গিয়ে উঠলাম শান্তিনিকেতন দক্ষিণপল্লীতে সৌম্যেনের বাড়ীতে। বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ, ঘর অন্ধকার। শুধুবেহালার করুণ একটা মূর্চ্ছনা বৃষ্টি ভেজা অন্ধকারকে ভারী করে তুলেছে। অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে সেই আলাপ শুনলাম। চেপে বৃষ্টি এল। কাজেই বাধ্য হয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে হ'ল। খুট করে আলো জ্বলে উঠল। দরজায় বন্ধুর মুখ উঁকি মারল। গভীর রাত্রি পর্যন্ত শিষ্যের মুখে গুরু রামকিঙ্করের অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণ শোনা গেল।

পরের দিন খুব ভোরে উঠেই রওনা দিলাম পূর্বপল্লীতে আর এক বন্ধুর বাড়ী। বিশ্বভারতীর প্রখ্যাত অধ্যাপক এস শ্রীনিবাসন। শ্রীনিকেতনের বয়ন বিভাগের অন্যতম স্তম্ভ। দীর্ঘদিন ধরে তাঁত সম্পর্কে গবেষণা করছেন। সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ। সুরসিক, তামিল ভাষায় সুপাণ্ডিত। 'গীতাঞ্জলির' তামিল অনুবাদ করেছেন।

শ্রীনিবাসনকে আগেই চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম যে একটা পুরো দিন আমার উৎপাত সহ্য করতে হবে, আমি আসছি। কাজেই ভোরবেলা গিয়ে বাড়ীর কলিংবেল টিপতেই বন্ধুপত্নীর সাদর অভ্যর্থনা পাওয়া গেল। শ্রীনিবাসন কিন্তু আমাকে বসতে দিল না। এক কাপ কফি খেয়েই ছুটতে হল তার সঙ্গে শ্রীনিকেতনে। বিশ্বকর্মা পূজো উপলক্ষ্যে শ্রীনিকেতনে এই সময় পল্লী সংগঠন বিভাগ আয়োজিত দু'দিনব্যাপী শিল্পী-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনিকেতনের 'ফ্রেসকো প্যাভিলিয়নে' প্রভাতী অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি বিখ্যাত শিল্পী ও কলাসমালোচক অধ্যাপক কে, জি, সুব্রহ্মনীয়ম। বছর দুই আগে শিল্পী ক্ষিতীন মজুমদার সম্পর্কে একটি লেখা নিতে এসে সুব্রহ্মনীয়মের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সে কথা তিনি ভোলেননি। স্মিতহাস্যে মাথা নাড়লেন।

এই প্রভাতী অনুষ্ঠানে শ্রীনিকেতন ও আশেপাশের গ্রামীণ শিল্পীরা সমবেত হয়েছেন তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা ও মত বিনিময়ের জন্য। সুব্রহ্মনীয়মের মনোজ্ঞ ভাষণের পর আলোচনা সভা শুরু হল।

সম্মেলন শেষে সুব্রহ্মনীয়মের সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হলাম শ্রীনিকেতন শিল্পোৎসবে আয়োজিত শিল্প প্রদর্শনীতে। বয়ন, কারুশিল্প, বাটিক, হাতে তৈরী কাগজ, চিনেমাটীর জিনিস, চামড়ার কাজ, গ্রাম্য শিল্পীদের হাতের কাজ, খাদি গ্রামোদ্যোগের কাজ। শান্তিদেব ঘোষের অনুজা সুজাতা মিত্র ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন। এই সম্মেলনের প্রাণ তিনিই। প্রখ্যাত শিল্পী মুকুল দের ভাই সুহাস দের ডিজাইনে সুজাতা দেবীর করা বাটিকের কাজগুলি সত্যি মনোগ্রাহী। কারুশিল্প বিভাগের অধ্যক্ষ সন্তোষ কবের কাজগুলিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ শ্রীনিবাসন উদ্ভাবিত 'Hobby loom'। অল্প খরচে তৈরী এই ছোট্ট তাঁতটি গৃহবধূদের শিল্পকর্মসৃষ্টি এবং অর্থোপার্জনের উপযোগী করে গড়া। ২০শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ কুটির শিল্পদপ্তর ও খাদি বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে যে সম্মেলন ও প্রদর্শনী হচ্ছে সেখানে এই 'হবি লুম' এবং বাতাইয়ের কাজ নিয়ে শ্রীনিবাসন ও সুজাতা দেবী যাচ্ছেন। সন্ধ্যাবেলা কলাভবন মঞ্চে আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল। কলাভবনের নতুন ছাত্র ছাত্রীদের স্বাগত জানানোর

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কুখ্যাত ডাকাত হত

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪ সেপটেমবর—এলাকার কুখ্যাত ডাকাত আঃ করিম ১৮ সেপটেমবর রাত্রে হাতেনাতে ধরা পড়ে গণপ্রহারে নিহত হয়েছে বলে পুলিশ সুপার সুলতান সিং জানিয়েছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, আঃ করিমকে নিয়ে জেলায় এক মাসে ছ'জন ডাকাতের ভবলীলা গণধোলাইয়ে সাঙ্গ হয়েছে। আঃ করিম ছাড়াও নিহত হয়েছে মুর্শিদাবাদ থানার ঈদৃশ সেখ, বহরমপুর থানার মাদার সেখ ও অমর ভট্টাচার্য জিয়াগঞ্জ থানার নিমাই মণ্ডল এবং রাণীনগর থানার আমীর সেখ।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী অবিবাহিত

পাশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য অবিবাহিত। কাজেই গত সপ্তাহের জঙ্গিপুর সংবাদে ধুলিয়ানে তিনি সস্ত্রীক ঘেরাও হন বলে যে সংবাদ বেরিয়েছে তা ঠিক নয়। আসলে সংবাদটি হবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেই ঘেরাও হন।

—সঃ জঃ সঃ

শোক সংবাদ

সাগরদীঘি, ১৬ সেপটেমবর—মহকুমার প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী জগদীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ৭৮ বছর বয়সে এই থানার বেলরিয়া গ্রামে তাঁর নিজ বাসভবনে গতকাল সকালে পরলোকগমন করেছেন। তিনি সহধর্মিণী, নয় পুত্র, এক কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কুচবিহারের জেলা জজ। কয়েক বৎসর আগে তিনি ছিলেন জঙ্গিপুর আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবি।

বন্যাত্রাণে মহিলা সমিতি

ধুলিয়ান, ২৪ সেপটেমবর—অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কো অরডিনেসন কমিটি ধুলিয়ানের শহীদ নলিনী ভ্রাতৃ সংঘ থেকে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

বেশার বাস সারভিস

ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়)

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

আদালত অবমাননা

ফরাককা ব্যারেজ, ২৪ সেপটেমবর—ফরাককা থানার এস আই ওসি কুমুদশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং এ এস আই সুনীলকুমার গুহ বেওয়া মৌজার ৩৫৫৩ ও ৩৫৫৭ দাগের জমিতে হাই কোরটের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পুলিশের সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতায় সি পি এম সমর্থকদের ধান বুনতে দেওয়ার অপরাধে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত (সি আর ৩৯ ডবলিউ এফ ১৯৮০) হয়েছেন বলে ফরাককা ব্লক কংগ্রেস (ই) কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

চোরাই তার আটক

ফরাককা ব্যারেজ, ২৪ সেপটেমবর—ফরাককা পুলিশ একটি লরি আটক করে প্রায় দু'কুইন্টাল চোরাই বিদ্যুতের তার উদ্ধার করেছে। এ ব্যাপারে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

দুর্ঘটনা না হত্যা ?

অরঙ্গাবাদ, ২৪ সেপটেমবর—সুতি থানার জগতাই গ্রামের অমলেন্দু বাগের স্ত্রী জ্যোৎস্না বাগের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসী ও পুলিশের মনে নানা রকম সন্দেহ দেখা দিয়েছে। রবিবার জ্যোৎস্না বাগের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পুলিশের ধারণা, জ্যোৎস্না বাগকে হত্যা করে আগুনে ঝলসানো হয়, যাতে সকলে মনে করে তিনি অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করেছেন। জ্যোৎস্নার বাবা একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। তাঁরও ধারণা এক ই। পুলিশ এই মৃত্যুর ব্যাপারে স্বামী অমলেন্দু বাগ ও শ্বশুর অনাদি বাগকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁদেরকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ, ২২ সেপটেমবর—গতকাল জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল ময়দানে কিরণ সংঘ পরিচালিত একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতায় সদরঘাট স্পোরটিং ক্লাব ও অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাব যুগ্ম বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। উভয় দলই প্রতি অর্ধে একটি করে গোল দেয়। ৬টি ক্লাব অংশ নেয়।

দ্রুত আরোগ্যকারী চর্ম্মরোগের মহৌষধ

চন্দ্র-মালতী (R)

(ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স নং এ, এল ৩৯৪-এম)

নিবেদনে—জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ

রঘুনাথগঞ্জ, জিলা মুর্শিদাবাদ

—৭৪২২২৫

কবিতীর্থে একদিন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

জন্য একটি বিচিত্রানুষ্ঠান। বিচিত্রানুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন ভাষার লোকসংগীত ও লোকনৃত্য পরিবেশিত হল। মনিপুর, গোয়ালপাড়া, উত্তরবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ ও পাশ্চাত্যের লোকগীতি ও লোকনৃত্য। সবশেষে একটি অভিনব 'সায়েন্স ফিকশনের' প্রতীকী নাট্যরূপ। সারা দেশ যখন বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার হতে চলেছে আনন্দের মাধ্যমে কবিতীর্থের ভাষা ও সংস্কৃতির এই সমন্বয়-সাধনা তখন সকলের মনকেই স্পর্শ করবে।

পরের দিন অতি প্রত্যুষে উঠে রওনা দিলাম। বিদায় নেওয়ার আগে আলো আঁধারির মধ্যে বসে বন্ধুপত্নীর কণ্ঠে শুনলাম গীতাঞ্জলীর একটি গানের তামিলী অনুবাদের বাংলা সুরে রূপারোপ। বিদায় শান্তিনিকেতন। অঞ্জলি ভরে পান করে গেলাম শিল্প সংস্কৃতির আনন্দধারা।

প্রকাশের পথে

শারদীয়া জঙ্গিপুর সংবাদ ১৩৮৭

সাহিত্য জগতের দুই বিতর্কিত লেখক সমরেশ বসু ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ভিন্ন স্বাদের দুটি গল্প পাঠক মনকে আনন্দ দেবে এটা আমরা হলফ করে বলতে পারি।

*

একটি দুরন্ত মেয়ের প্রেম-ভালবাসা, সুখ-দুঃখের নানা রঙের নাটকীয় কাহিনী নিয়ে তরুণ বলিষ্ঠ লেখকের সম্পূর্ণ উপন্যাস 'পরিধি পেরিয়ে'।

*

প্রবন্ধ লিখেছেন : ডঃ অমলেন্দু মিত্র, প্রফুল্লকুমার গুপ্ত প্রমুখ। কবিদের মধ্যে যাঁরা আমাদের লেখা দিয়ে সহায়তা করেছেন—শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু রক্ষিত, শান্তশীল দাস, নচিকেতা ভরদ্বাজ, পূর্ণেন্দু পত্রী এবং আরো অনেকে।

প্রচ্ছদ : রামকিঙ্কর বেইজ

এজেন্ট কমিশন : ৩০%

মূল্য : তিন টাকা॥

১লা আশ্বিন—১৫ই আশ্বিন '৮৭

ধান : অধিক ফলনশীল ও দেশী উন্নত জাতের ধানে এ সময় মাজরা, শ্যামা বা গন্ধী পোকার আক্রমণ দেখলে গত পক্ষের বিজ্ঞাপনে দেওয়া মাত্রা অনুযায়ী ওষুধ ছড়ান। নাবীতে লাগানো অধিক ফলনশীল ও দেশী উন্নত জাতে সময়মত ও পরিমাণমত চাপান সার দিন।

সূর্যমুখী : এ পক্ষেও সূর্যমুখীর চাষ করতে পারেন। ভালো জাত, বীজের পরিমাণ, জমি তৈরীর সময় প্রাথমিক সারের পরিমাণ, চারার দূরত্ব ইত্যাদির জন্য গত পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

শাক-সব্জী : এ পক্ষেও মাঝারি জাতের ফুলকপি, জলদি জাতের বাঁধাকপি ও ট্যমাটোর চারা লাগাতে পারেন এবং পালং এর বীজ বুনতে পারেন। ফুলকপি, বাঁধাকপি, ট্যমাটো, বেগুন ইত্যাদির বীজের পরিমাণ, সারের পরিমাণের জন্য ভাদ্রের ১ম পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন। পালং-এর ভাল জাত হ'ল—অলগ্রীন, পুসা জ্যোতি, ব্যানার্জীস জায়েণ্ট, প্রাথমিক মাত্রায় সার লাগবে একরে ১৪ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফেট ও ১২ কেজি পটাশ।

এ পক্ষে পটলের লতি বা মূলের টুকরো লাগান। একরে ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ দিয়ে জমি তৈরী করুন এবং ১৮০ × ১৮০ সে. মি. দূরত্বে লতি বা মূলের টুকরো বসান। দেশী ধূসর বা ডোরাযুক্ত সবুজ জাতের পটল ভাল।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

Progressive/IGFEP-80/81

অফিস খোলার দাবি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডিভিসন জঙ্গিপুর ব্যারেজে অর্থাৎ আহিরণে স্থানান্তরিত হয়। এরও পরে জঙ্গিপুর ক্যানেল ডিভিসন নামে আর একটি অফিস ওই কলোনীতে খোলা হয় এবং পরে সেটি জঙ্গিপুর ব্যারেজের সাথে যুক্ত হয়। এখনও বহু জায়গা এবং কোয়ারটার পড়ে রয়েছে ওই কলোনীতে। তার মধ্যে কিছু জায়গা ভাড়া দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধ বিভাগের জন্য। তা সত্ত্বেও কলোনীতে যে জায়গা পড়ে আছে তাতে একটি ডিভিসন অফিস সহজেই খোলা যাবে। স্থানীয় জনসাধারণের স্বার্থে দলমত-নির্বিশেষে ওই কলোনীতে ফরাক্কা ব্যারেজের নতুন ডিভিসন অফিস খোলার দাবি জানানো হচ্ছে।

রায়গঞ্জে একটি ডিভিসন অফিস খোলার কারণ সম্পর্কে জানা গেছে, অদূর ভবিষ্যতে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগ সাধন প্রকল্প রূপায়ণের কাজে সুবিধার জন্য পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জকে ডিভিসন অফিস খোলার উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

একসচেনজে ৩-টি বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অভাব আর পূরণ করা সম্ভব হবে না। ফলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে। আরো জানা গেছে, রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন একসচেনজ অফিসে ট্রাঙ্ক পজিসনে কোন লোক নাই। অথচ এখানে সারাদিনে দু'জন লোক থাকার কথা। ঠেকা দিয়ে কোন রকমে কাজ চলছে। অনেক সময় টেলিফোন গ্রাহকের সঙ্গে এর ফলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে এবং অসন্তোষ বাড়ছে। সরকারও আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এখানকার কর্মীদের বক্তব্য, তাঁরা ওভারটাইম চান না। লোক নিয়োগ করে অভাব পূরণ করা হোক।

বিভিন্ন শারদীয়ার ভিড়ে হারিয়ে না যাবার মত পত্রিকা

অধ্যাপক অনুপ ঘোষাল সম্পাদিত ঐকতান মহালয়ার আগেই বেরোচ্ছে। এ সংখ্যার আকর্ষণ: সুবর্ণ সেনের সম্পূর্ণ উপন্যাস—'ত্রিকোণ'; সুনীল গাঙ্গুলী, কবিরুল ইসলাম, অনুপ ঘোষাল, এস এম এহিয়া এবং কল্যাণ চক্রবর্তীর কবিতা, মুস্তাফা সিরাজ ও উজ্জ্বল রায়ের গল্প, দীননাথ সেনের প্রচ্ছদ এবং আরো অনেক কিছু।

পুরসভায় কর্মযজ্ঞ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মঞ্জুরের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুর-সভা দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে রঘুনাথগঞ্জ শহরে একটি উচ্চ মাধ্যমিক পুর স্কুল স্থাপন করতে চান। সেজন্য সরকারের কাছে এক লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। বাকী পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবেন পুর কর্তৃপক্ষ। সব মিলিয়ে প্রায় পনের লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে পুরসভার সার্বিক উন্নতির জন্য। এখন তিনটি ওয়ারডে সম্পূর্ণ ও দুটি ওয়ারডের কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ নাই। এই বছরে ওই সমস্ত এলাকায় বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। ২০ সেপটেম্বর এক সাংবাদিক বৈঠকে খবরগুলি দেন পুর সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য।

ত্রাণসামগ্রী লুঠ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে ১৪ বস্তা আটা নৌকোয় করে নিয়ে আসছিলেন। চৌকিদারসহ ওই নৌকোয় আরো কয়েকজন ছিলেন। মাঝপথে ধল্লা গ্রামের সি পি এম সমর্থক একদল লোক নৌকো লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। কয়েকজন জলে নেমে সাঁতরে নৌকো টেনে নিয়ে আসে। ওই সময় উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয় এবং আটাসমেত নৌকোটি ডুবে যায়। পরদিন এ ব্যাপারে ৪ জন সি পি এম সমর্থককে গ্রেপ্তারের পর থানা থেকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। পুলিশ সুপারের মতে এভাবে মুক্তিদান নিয়মবিরুদ্ধ। ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তির প্রতিবাদে কং (ই) দলের পক্ষ থেকে থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গতঃ পুলিশ সুপার জানান, মহকুমায় এবারের দুই দফার বন্যায় তিন জায়গায় ত্রাণসামগ্রী লুঠের ঘটনা ঘটেছে—রঘুনাথগঞ্জের রাধানগর বাঁধে, সুতির ধল্লায় এবং ফরাক্কার ঝিকরিতে। তিনটি ঘটনায় মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিড়ি গুদামে আগুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাঁদের বক্তব্য, আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্য এখানে দমকল স্থাপন করা উচিত। আগুন লাগার পর খবর পেয়ে বহরমপুর থেকে দমকল এসে পৌছাবার আগেই শহরে যে কোন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ভয়ানক পরিণতি ঘটতে পারে। এখন থেকেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

সিনেমা : অচলাবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দাবিতে লক-আউট ঘোষণা করেন। রাজ্যের সমস্ত জায়গার সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র এই ধর্মঘট ও লক-আউট একই সঙ্গে চলছে। গুটিকয় অস্থায়ী সিনেমা হল কেবল চালু আছে।

আমিও একদিন.....

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।

শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—চ্যাটার্জী ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার (৫ম তল)

৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১

ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

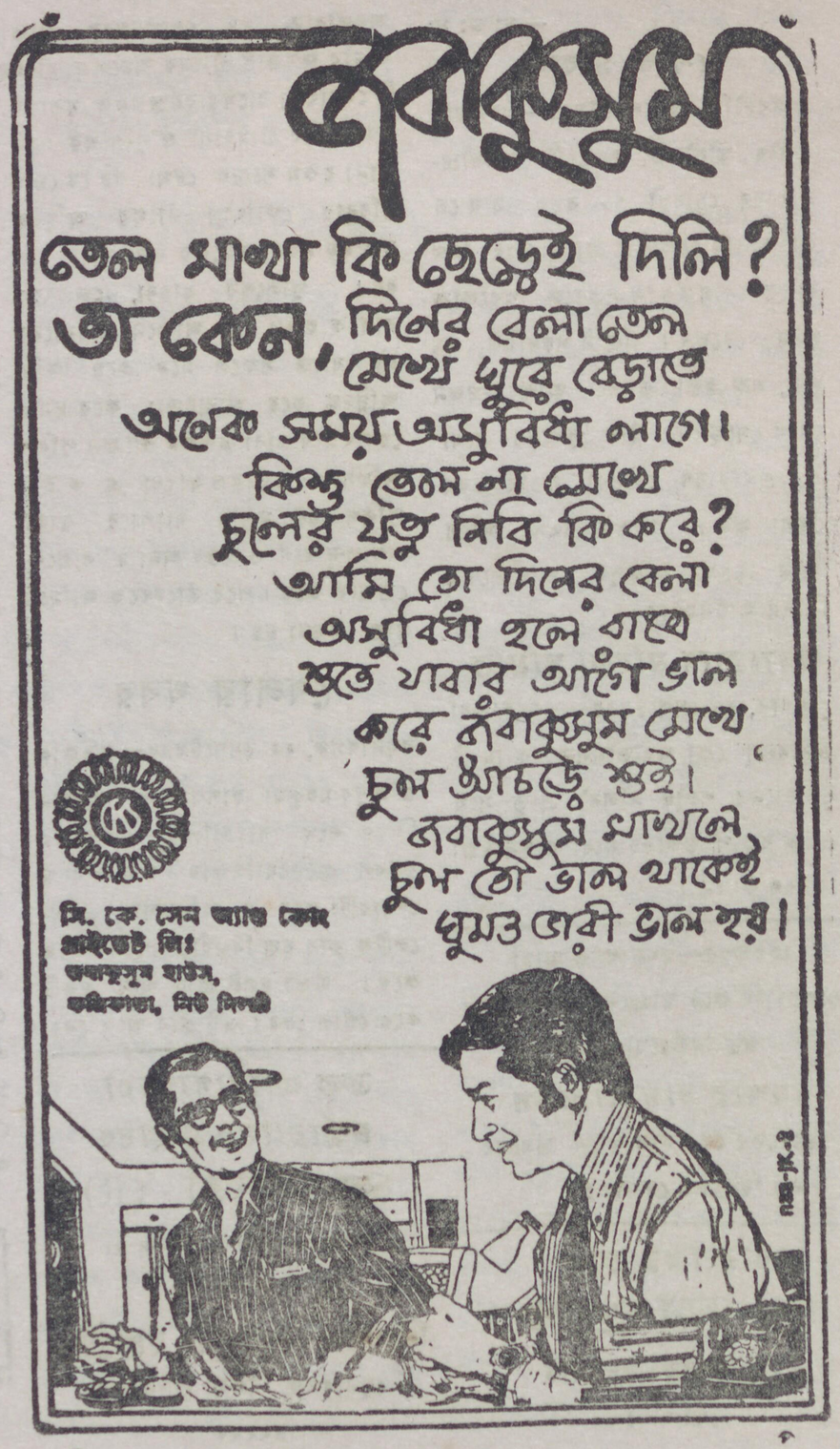

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫ পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।